যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস,
ঢাকা, বাংলাদেশ

অভিবাসী ভিসা শর্ত মওকুফ নির্দেশাবলী

ভিসা কর্মকর্তারা আমেরিকার অভিবাসন ও নাগরিকতা আইনের (আইএনএ) মারাত্মক লঙ্ঘনের দায়ে কয়েক ধরনের ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তিদের কেউ কেউ এই অবস্থা তুলে নেয়ার আবেদন জানাতে পারেন। এই ধরনের সকল আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও অভিবাসন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) আইনগতভাবে পরীক্ষা করে দেখে।

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আপনাদের শর্ত মওকুফের আবেদনপত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ইউএসসিআইএসের আঞ্চলিক শাখায় পাঠিয়ে দেবে। অন্যদিকে, আপনারা নিজেরাও সরসারি ইউএসসিআইএস-এ আবেদন করতে পারেন।

যদি আপনি ঢাকায় এই শর্ত মওকুফ আবেদন করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই:

- এই আবেদন করার জন্য আপনাকে যোগ্য হতে হবে (যদি আপনি এ ব্যাপারে যোগ্য হন তাহলে আপনাকে আপনার নীল প্রত্যাখ্যান শীটে তা উল্লেখ করা হবে)।
- ফরম-I-601 Application for Waiver of Ground of Inadmissibility) পূরণ করে জমা দিতে হবে,
- আবেদনকারী এবং দরখাস্তকারী উভয়ের চরম দুর্দশার বিস্তারিত লিখিত বিবরণ দিন,
- প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করুন (বর্তমান ফি হচ্ছে-৫৮৫ আমেরিকান ডলার বা সমমূল্যের বাংলাদেশী টাকা)
- আঙ্গুলের ছাপ, এবং
- একজন কনসুলার অফিসারের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে হবে।
- I-601 ফরমের জন্য এখানে ক্লিক করুন
- I-212 ফরমের জন্য এখানে ক্লিক করুন

যদি আপনি আপনার ডিপোর্টেশন বা রিমুভালের (যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের কওে দেয়া বা পাঠিয়ে দেয়া) পর পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতির জন্য আবেদন করেন (ফরম I-212) তাহলে আপনাকে আমেরিকাতে ইউএসসিআইএস অফিসে সরাসরি আবেদন করতে হবে। যদি আপনার I-601 শর্ত মওকুফের আবেদন করার প্রয়োজন না পড়ে তবে শুধুমাত্র I-212 শর্ত মওকুফ আবেদনপত্র ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস গ্রহণ করে না। যদি আপনার I-601 শর্ত মওকুফের আবেদনপত্র জমা দেয়ার প্রয়োজন হয় তবেই আপনি ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসে I-212 ফরমও জমা দিতে পারেন।

শর্ত মওকুফের আবেদনপত্র জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার নির্ধারণের জন্য আবেদনকারীকে রবি থেকে বুধবার যে কোন দিন দুপুর ১২টা থেকে ১২:৩০ মিনিটের মধ্যে দূতাবাসের ৩ নম্বর গেটে আসতে হবে। গেটে ঢুকতে হলে তাদেরকে নীল রংয়ের প্রত্যখ্যান পত্রটি সাথে করে আনতে হবে। শর্ত মওকুফের আবেদনপত্রটিও পুরাপুরি পূরণ করে আনতে হবে। শর্ত মওকুফের আবেদনপত্র জমা দেয়ার পর এবং নির্ধারণ করে দেয়া নিদিষ্ট তারিখে আবেদনকারী আবার দূতাবাসে আসলে তার শর্ত মওকুফের আবেদনের সাক্ষাৎকারের তারিখ তাকে জানানো হবে।

শর্ত মওকুফের আবেদনের সাক্ষাৎকারের মধ্যে থাকে মওকুফ প্রত্যাশী ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন ভঙ্গ সংক্রান্ত তার কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন। সাক্ষাৎকার নেয়া শেষ হলে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কনসুলার কর্মকর্তা

তার অভিমত সবিস্তারে আবেদনকারীর কেস ফাইল সহ নয়াদিল্লীতে অবস্থিত ইউএসসিএইএস আঞ্চলিক কার্যালয়ে পাঠাবেন। ইউএসসিএইএস আবেদনটির আইনগত দিক যাচাই করার পর ঢাকাস্থ আমেরিকার দূতাবাসে তার ফলাফল জানাবে এবং তার পর ঢাকাস্থ দূতাবাস আবেদনকারীর আবেদনপত্রে দেয়া সর্বসাম্প্রতিক ঠিকানায় আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করবে।

যে সময় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আপনার শর্ত মওকুফের আবেদন ইউএসসিএইএস পাঠিয়ে দেবে সেই সময় থেকে ঐ আবেদনের ব্যাপারে কোন জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সময়ে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আপনার কেসটির পরিস্থিতি জানাতে পারবে না। আপনার আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে ইউএসসিএইএস এর অনেক মাস সময় লেগে যেতে পারে। শর্ত মওকুফ আবেদনের পরিস্থিতি সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন ইউএসসিএইএস এ সরসারি পাঠাতে হবে।

ভিসা জালিয়াতি, অবৈধ প্রবেশ এবং অতিরিক্ত সময় ধরে অবস্থান এবং এলিয়েন বা বসবাসের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পাচার, ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট কেসগুলির বেলায় ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এবং ইউএসসিএইএস এর খুব সামান্যই সমবেদনা আছে। যদিও তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তারা বিষয়টি বুঝতে পারেন নি, বা তারা অশিক্ষিত বা এই অপরাধ অন্যের ষড়যন্ত্রের কারণে ঘটেছে বা অন্যেরা ষড়যন্ত্র করে ঘটিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা যদি বিস্তারিতভাবে আপনার মনে না পড়ে তাহলে শর্ত মওকুফ আবেদনের সাক্ষাৎকারের আগে সেগুলি আপনি পুরাপুরি মনে করে সাক্ষাৎকার দিতে আসবেন। সাক্ষাৎকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের ঘটনার কথা মনে করতে না পারার বিষয়টি ইউএসসিআইসির আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত কনসুলার অফিসাররা বা এই আবেদনের বিষয়ে যারা আইনগত সিদ্ধান্ত নেবেন তারা সহজভাবে নেবেন না।

আমেরিকার অভিবাসন আইনের জঘন্যতম লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করার বিধান আছে। যখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন দেখতে পায় তখন তারা জানিয়ে দেয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভিসা পাবার যোগ্য নন। ইউএসসিএইএস যখন জানতে পারে যে, কোন ব্যক্তি অভিবাসন আইন লঙ্ঘনকারী - তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্য ঘোষণা করেন। বাস্তবে এই দুই কথার অর্থ একই।